দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

পটুয়াখালী জেলায় ৮ লক্ষাধিক লোক শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা। পটুয়াখালী জেলায় একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ দেড় সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিলেও সাক্ষরতার হার হইতেছে মাত্র ৩৬ শতাংশ। এই জেলার ৮ লক্ষাধিক লোক এখনও শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। জেলার ৬টি থানায় ১ হাজার ৫শত ৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১টি, সরকারী মহিলা কলেজ ১টি, কৃষি কলেজ ১টি, বেসরকারী কলেজ ১২টি, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮৪টি, বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৮টি, মাদ্রাসা ২৫০টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৮২টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮৫টি। ইহা ছাড়া, জেলায় একটি আইন মহাবিদ্যালয়, ২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজারেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তব্যরত আছেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নাই। তবে ছাত্র-ছাত্রী প্রায় দুই লক্ষ হইতে পারে বলিয়া ধারণা।

ইহা ছাড়াও, জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বেসরকারী সংস্থা ব্রাক, কোডেক, মৌচাক, পল্লী সেবা সংঘ, মসজিদ মিশন, ইসলামী ফাউন্ডেশন, দি ইসলামী ওয়ার্ল্ড কমিটি অব কুয়েতসহ বেশ কিছু সংস্থা গণশিক্ষা সম্প্রসারণে তাহাদের কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন।

শিক্ষা বিস্তারে এত ব্যাপক কার্যক্রম সত্ত্বেও পটুয়াখালী জেলায় সাক্ষরতার হার খুবই নিম্ন পর্যায়ে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই জেলায় সাক্ষরতার হার হইতেছে মাত্র ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ এই জেলায় এখনও ৮ লক্ষাধিক লোক নিরক্ষর।

এই জেলায় সাক্ষরতার হার নিম্ন পর্যায়ে থাকার অন্যতম কারণ হইতেছে, উপকূলীয় এলাকার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। অনেক চরাঞ্চল রহিয়াছে যেখানে জনবসতি থাকিলেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে শিশুরা পার্শ্ববর্তী এলাকার স্কুলেও যাইতে পারে না। ফলে ঐ সমস্ত এলাকার শিশুরা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহা ছাড়াও, জেলার পল্লী এলাকার অধিকাংশ শিশু বর্ষার ৬ মাস স্কুলে যাইতে পারে না। তবে ঐসমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি কাগজে-কলমে নিয়মিত দেখানো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিদ্যালয় হইতে বহু শিশু ঝরিয়া পড়ে।